যুগান্তর

তারিখ ... 11 MAY 2011
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

নতুন আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষা : দাখিল ও আলিমে থাকবে বিজনেস স্টাডিজ

মুসতাক আহমদ

আগামী বছরই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় লাগছে আধুনিকতার ছোঁয়া। পুরোপুরি নতুন আঙ্গিকে চালু হচ্ছে দাখিল ও আলিম স্তরের (যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) ৭টি ক্লাসের শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যবই। নতুন সিলেবাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল দাখিল ও আলিমে বিজনেস স্টাডিজ-বিভাগ চালু করা। মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে এ বিভাগ। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ যুগান্তরকে বলেন, তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন। এখন অপেক্ষার পালা। তিনি আরও জানান, কর্মরত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পরে প্রয়োজনে বিষয়টি বিবেচনায় আসতে পারে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস, পাঠ্যক্রম ও বিষয়ক্রমের স্টেকহোল্ডার সঙ্গে আলোচনা করেই সবকিছু তৈরি করতে হয়। অন্যথায় তা গৃহীত হবে না। তারা এসব বিষয় সামনে রেখেই পদ্ধতি নবায়ন করেছেন। তাঁর প্রত্যাশা, নতুন ও আধুনিক পদ্ধতি সর্বমহলে সমাদৃত হবে। বিষয়টি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুন পাঠ্যক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে আধুনিক এবং তথ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় চালু করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে ইসলামী শিক্ষা। গোটা পাঠ্যক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমানতালে প্রতিযোগিতাপূর্ণ মনোভাব স্থান পেয়েছে, বিশেষ করে মানবটনে। অর্থাৎ, আগে যেখানে শিক্ষার্থীরা মাত্র ১০০ করে ২০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পড়ত, এখন সেখানে ৪০০ নম্বরের বাংলা-ইংরেজি পড়তে হবে। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্তই এ সিলেবাস কার্যকর হচ্ছে। বোর্ড চেয়ারম্যান জানান, সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, আমার বিশ্বাস— অভিভাবকরা এখন স্কুল থেকে বরং মাদ্রাসায় সন্তানদের ভর্তি করাবেন। কেননা একদিকে ইসলামী, অন্যদিকে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা— সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক কথায় সাধারণ এবং ইসলামী উভয় ধরনের শিক্ষার ফ্লেভার দেয়া হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রমে। তিনি জানান, প্রণীত সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম অধিদফতর এবং মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। এটি প্রণয়নের আগে মাদ্রাসা প্রধান ও ইসলামী চিন্তাবিদদের

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তথ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় চালু হচ্ছে থাকবে ৪০০ নম্বরের বাংলা-ইংরেজি

মাদ্রাসা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

মাদ্রাসা : শিক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মতামত নেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের নির্বাচিত বিষয়সহ মোট ১২০০ নম্বরের ১২টি পত্র অধ্যয়ন করতে হবে। বাধ্যতামূলক ১০টি বিষয় হচ্ছে— কোরআন, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান ও সাধারণ গণিত। এগুলোর মধ্যে আরবি, বাংলা, ইংরেজি বিষয়ে দু'শ করে নম্বরের বা দুটি (প্রথম ও দ্বিতীয়) পত্র থাকবে। আর নির্বাচিত বিষয় হিসেবে নিতে হবে কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, উর্দু, ফারসি, শারীরিক শিক্ষা— এগুলোর যে কোন একটি। পূর্ণমান ১০০।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় হবে নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর স্তর দুটি। বর্তমানে মাদ্রাসার দাখিল এবং সাধারণ শিক্ষার এসএসসি এই উভয় পর্যায়ে ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। মাদ্রাসায় ইসলামী শিক্ষার বিষয় হিসেবে কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি প্রথম এবং দ্বিতীয় পত্র। এগুলো প্রতোকটি ১০০ নম্বরের। এছাড়াও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণিত, ইংরেজি, বাংলা, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস পড়ানো হয়। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পৌরনীতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ অন্যান্য ইসলামিক বিষয় রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সূত্র জানিয়েছে, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ১১০০-এর পরিবর্তে ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এটা মানবিক শাখার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান শাখায়ও একইভাবে ১০০ নম্বর বেশি পড়তে হবে। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামান্য কষ্ট হবে। তবে সাধারণ শাখার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আসতে সামান্য বেশি কষ্ট করতেই হবে। বিনিময়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। কেননা, এতদিন সমান পড়েও শুধু মানবটনের কারণে '২০০ নম্বরের বাংলা-ইংরেজি পড়ছে না' অপবাদ শুনতে হতো। তা থেকে শিক্ষার্থীরা মুক্তি পাবে। সে হিসেবে দাখিলে (নবম-দশম) নতুন সিলেবাসে শিক্ষার্থীরা যা পড়বে তা হল— কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান। এগুলো বাধ্যতামূলক বিষয়। এগুলোর মধ্যে আরবি, বাংলা ও ইংরেজি পড়তে হবে দুটি (প্রথম ও দ্বিতীয়) পত্র দু'শ করে নম্বরের। অর্থাৎ, আবশ্যিক বিষয় মোট ১১০০ নম্বর। আর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকছে কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, পৌরনীতি, বেসিক ট্রেড, শারীরিক শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস, মানতিক, উর্দু ও ফারসি। এটি মানবিক বিভাগের সিলেবাস।

এ স্তরের বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা ১০০ নম্বরের মধ্যে হাদিস ও ফিকহ একসঙ্গে পড়বে। অর্থাৎ বিষয় দুটি একীভূত হবে। এছাড়া আরবি দুটি পত্রের পরিবর্তে একীভূত বিষয় হিসেবে তারা ১০০ নম্বরের আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) পড়বে। তারা সামাজিক বিজ্ঞান পড়বে না। অর্থাৎ এ চারটি বিষয় একীভূত করার ফলে যে ২০০ নম্বর বের হল, তার পরিবর্তে তাদের জন্য পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান থাকবে। এ ১০০০ নম্বর থাকবে বাধ্যতামূলক। নির্বাচিত ১০০ নম্বরের বিষয় হিসেবে উদ্ভিদবিদ্যা ও উচ্চতর গণিত থেকে যে কোন একটি নিতে হবে। আর অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে থাকবে জীববিদ্যা, উচ্চতর গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি, উচ্চতর আরবি, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, বেসিক ট্রেড, শারীরিক শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস।

মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ। এ বিভাগে শিক্ষার্থীরা মানবিকের মতোই ১১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় পড়বে। বিষয়গুলো হচ্ছে— কোরআন, হাদিস, ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাধারণ গণিত, অ্যাকাউন্টিং, ব্যবসায় নীতি। এগুলোর মধ্যে শুধু বাংলা ও ইংরেজি ২০০ নম্বর করে। বিজ্ঞানের মতো তারাও ১০০ নম্বরের মধ্যে আরবি (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র একীভূত) পড়বে। অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে (১০০ নম্বর) এ স্তরের শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিক ভূগোল, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও উচ্চতর আরবি বিষয় পড়বে।

মাদ্রাসায় মুআক্কিদ গ্রুপ নামেও একটি বিভাগ রয়েছে। ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা মানবিক বিভাগের মতোই বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ১১০০ নম্বর পড়বে। তবে মানবিকের কেবল সামাজিক বিজ্ঞানের পরিবর্তে তারা ভাস্কবিদ পড়বে। অতিরিক্ত হিসেবে ১০০ নম্বরের জন্য কিরাত, কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, ইসলামের ইতিহাস, মানতিক, উর্দু ও ফারসি রয়েছে।

লক্ষণীয়, আগের মানবিকের সিলেবাসে ভূগোল ও অর্থনীতি বিষয়টি থাকলেও নতুন সিলেবাসে অনুপস্থিত। এ ব্যাপারে বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করাতে সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যেই তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এ বিষয়টির স্বতন্ত্র অবস্থান না থাকায় সংশ্লিষ্টরা প্রশ্ন তুলেছেন। তারা মনে করছেন, অতিরিক্ত হিসেবে ভূগোল ও অর্থনীতি রাখা উচিত।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, আগামী বছর এ কোর্স চালু হলে ২০১২ সালে শিক্ষার্থীরা নতুন সিস্টেমে পরীক্ষায় অংশ নেবে। কেননা, শিক্ষার্থীদের না পড়িয়ে পরীক্ষায় বসানো যায় না। এটাই সবচেয়ে ত্বরিত বাধা।